দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পছন্দের পেশা ডাক্তারী। একজন ছাত্র এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারলেই তার পছন্দের তালিকায় প্রথমেই থাকে মেডিক্যালে ভর্তি হওয়ার চিন্তা ভাবনা। একজন ছাত্রের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ও তার পরিবারের ঐকান্তিক সাহচর্যের বিনিময়ে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

এতসব চেষ্টা প্রচেষ্টার পরে যখন তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে মেডিক্যালে ভর্তি হয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষগুলো শুরু করে তখন তার জীবনে আবার নেমে আসে নতুন কিছু যুক্তিহীন নিয়ম। যা আজ কয়েক বছর ধরে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দুঃখে পরিণত হয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে কার্যকর বিএমডিসি প্রণীত বর্তমান কারিকুলাম পদ্ধতিতে কেউ প্রথমবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ওই পরীক্ষার্থী নিজ ব্যাচের সঙ্গে তৃতীয় বর্ষের সকল ক্লিনিক্যাল ও নন ক্লিনিক্যাল ক্লাস অব্যাহত রাখার সুযোগ পাবে। এরপর দ্বিতীয় বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে স্বাভাবিকভাবে একজন ছাত্র তার একাডেমিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় যদি কোনো ছাত্র উত্তীর্ণ হতে না পারে তাহলে তার ৩য় বর্ষের সকল ক্লাস ও ওয়ার্ড রেকর্ড বিফলে যাবে এবং পরবর্তী ব্যাচের সঙ্গে তাকে ক্লাস চালিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার যদি কোনো ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তাহলে তাকে আর তার নিজ ব্যাচের সঙ্গে পরবর্তী কার্যক্রমগুলো শেষ করার সুযোগ দেয়া হয় না। তার জীবন থেকে হারিয়ে যায় একটি মূল্যবান শিক্ষাবর্ষ। এ নিয়ম চলে আসছে অনেক বছর ধরে।

পুরাতন কারিকুলাম অনুযায়ী বছরে কেউ দ্বিতীয়বার ফেল করলেও নিজ ব্যাচের সঙ্গে তৃতীয় বর্ষের ক্লাস ও ওয়ার্ড অব্যাহত রাখার সুযোগ পেত এবং তৃতীয় বারের মত প্রথম বৃত্তিমূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেত। যাকে বলা হত "কেরি অন সিস্টেম"।

ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান এ কারিকুলামকে একটি অদক্ষ ও আনাড়ি সিদ্ধান্তের ফসল বলে অভিহিত করছেন।

সায়ীদ আবদুল মালিক

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মেধা মূল্যায়নে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান জরুরি

ছাত্রছাত্রীরা নতুন এ পরীক্ষা পদ্ধতির অবসান চান। মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান এ কারিকুলামের যাঁতাকলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবারবর্গ। সেই সাথে এই নতুন নিয়মটির কারণে প্রতি বছর সরকারকেও দিতে হচ্ছে লাখ লাখ টাকার বাড়তি বাজেট।

নতুন এ কারিকুলামটি পরিবর্তন করার জন্য সারা দেশের মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আজ বহুদিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছে। কিন্তু সরকার ছাত্রছাত্রীদের দাবীর প্রতি কোন আগ্রহ দেখায়নি। জানা যায়, এর পিছনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের দুর্নীতি কাজ করছে। প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুবিধা প্রদানের জন্য তারা প্রতি বছর প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করছে। আর এতে করে প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিটি নতুন শিক্ষাবর্ষে সীমিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার সুযোগ লাভ করে এবং এ স্বল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে পুঁজি করে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের শিক্ষা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারছে।

বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের প্রশাসনকে আগে থেকেই জানিয়ে দেয় এ বছর তারা কত ছাত্রছাত্রী পাস করাবে। আর কত ছাত্রছাত্রী ফেল করাবে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোট ছাত্রছাত্রীর ৬০% পাস করিয়ে দেয়া আর বাকি ৪০% ছাত্রছাত্রীকে বাধ্যতামূলক ফেল করিয়ে আসছে তারা। ব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এসব করা হয় বলে জানা গেছে।

এ অযৌক্তিক নিয়মের গ্যাঁড়াকলে পড়ে অনেক ছাত্রছাত্রী নিগৃহীত হচ্ছে পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে। একসময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিপদগামী হচ্ছে, কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে জানা গেছে। সরকারের কাছে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের বহুদিনের দাবী, সরকার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ দিনের এ সমস্যা সমাধান করে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মেধা মূল্যায়ন করে দেশ ও জাতিগঠনের সুযোগ করে দিবে।